



## 12602 - ফজররে কয়কে মনিটি পূর্ব থেকে রোযা শুরু করা বদিত

### প্রশ্ন

কোন এক দেশে লোকেরা বললে রোযা শুরু করার সময় হচ্ছে— ফজররে প্রায় দশ মনিটি পূর্ব থেকে। এ সময় থেকে মানুষ রোযা রাখা শুরু করে এবং পানাহার থেকে বরিত থাকে। তাদের এ কর্ম কি সঠিক?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এ কর্ম সঠিক নয়।

কেননা আল্লাহতাআলা রোযাদারেরে জন্য ফজর উদতি হওয়া পরসিফুট হওয়া অবধি পানাহার করা বধৈ করছেন। আল্লাহতাআলা বলেন: “আর কালো রাখো থেকে প্রভাতেরে সাদা রাখো স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ রাতেরে অন্ধকার চলতে গিয়ে ভোরেরে আলো উদ্ভাসতি না হওয়া পর্যন্ত) তোমরা পানাহার কর।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭]

ইমাম বুখারী (১৯১৯) ও ইমাম মুসলিম (১০৯২) ইবনে উমর (রাঃ) ও আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, বলিাল (রাঃ) রাত থাকতে আযান দতিনে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ‘ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দয়ো পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। কেননা সে ফজর না হলে আযান দয়ে না’।

ইমাম নববী বলেন:

“এ হাদসি ফজর উদতি হওয়া পর্যন্ত পর্যন্ত পানাহার ও অন্যান্য বিষয় জায়যে হওয়ার দলিল রয়েছে।”[সমাপ্ত]

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থে (৪/১৯৯) বলেন:

“এ যামানায় রমযান মাসে ইবাদতেরে ক্ষত্রে সতর্কতা অবলম্বনেরে দোহাই দয়ি ফজররে প্রায় তহেই ঘন্টা পূর্বে দ্বিতীয় আযান দয়ো এবং বাত নিভিনেরে যে প্রথা চালু করা হয়েছে; যে বাতগিলো রোযা রাখতে ইচ্ছুক ব্যক্তরি জন্য পানাহার নষিদিহ হওয়ার আলামতস্বরূপ — সটো নকিষ্ট বদিত।”[সমাপ্ত]

কোন কোন ক্যালেন্ডারেরে রোযা শুরু করার সময় ফজর হওয়ার ২০ মনিটি পূর্বে নর্ধারণ করা সম্পর্কে শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞেসে করা হলে তিনি বলেন:



এটি বিদিত। সুন্নাহতে এর কোন ভিত্তি নাই। বরং সুন্নাহ হচ্চে এর বিপরীত। কেননা আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কতিবাবে বলেন:  
“আর কালো রকো থেকে প্রভাতেরে সাদা রকো স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ রাতেরে অন্ধকার চলে গিয়ে ভোরেরে আলো উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত) তোমরা পানাহার কর।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “নশিচয় বলিলাল রাত থাকতে আযান দিয়ে। অতএব তোমরা ইবনে উম্মে মাকতুমেরে আযান শূনা পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। কেননা সবে ফজর না হলে আযান দিয়ে না।” রযো শুরু করার ক্ষতেরে কিছু লোক আল্লাহ্ তাআলাকে ফরয করছেন তার চয়ে যে সময় বাড়াচ্ছেন এটি বাতলি এবং আল্লাহ্ তাআলা ধর্মেরে মধ্যে বাড়াবাড়ি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:  
“বাড়াবাড়িকারীগণ ধ্বংস হল। বাড়াবাড়িকারীগণ ধ্বংস হল। বাড়াবাড়িকারীগণ ধ্বংস হল।” [সহহি মুসলমি (২৬৭০)]

আল্লাহ্ তাআলা সর্বজ্ঞ।